6

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 09 JUL ১৯৯৬
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

সরকারী কলেজ শিক্ষকদের চাকুরী বিধিমালার প্রশ্নে অসন্তোষ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ সরকারী কলেজ এবং জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে চাকুরীবিধি নিয়া অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। জাতীয়করণকৃত কলেজের আত্মীকৃত শিক্ষকদের, বেসরকারী কলেজে থাকাকালীন নিজ নিজ পদে বহাল করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নেওয়ার প্রেক্ষিতে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে, মন্ত্রণালয়ের

(১০ম পৃঃ ৩এর কঃ দ্রঃ)

সরকারী কলেজ শিক্ষক

(শেষ পৃঃ পর)

এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হইলে পি, এস,সির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রায় ৮ হাজার শিক্ষক জুনিয়র হইয়া পড়িবেন। অনেকের প্রাপ্ত পদোন্নতিও বাতিল হইয়া যাইবে। এই ব্যাপারে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা এসোসিয়েশন 'ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষক-স্বার্থ সংরক্ষণ কমিটি' নামে একটি সংগঠন গঠন করিয়াছে। ১১ই জুলাই এই সংগঠনের উদ্যোগে শিক্ষা অধিদপ্তর ঘেরাও করা হইবে।

গতকাল (সোমবার) ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষক স্বার্থ সংরক্ষণ কমিটি এক বিবৃতিতে জানায়, জাতীয়করণকৃত শিক্ষকগণকে আত্মীকরণের জন্য ১৯৮১ সালে আত্মীকরণ বিধিমালা ১৯৮১ প্রণীত হয়। এই বিধি মোতাবেক শিক্ষকদের ঐ কলেজে মোট চাকুরীকালের অর্ধেক কালকে ইফেকটিভ সার্ভিস হিসাবে গণনা করিয়া প্রিন্সিপাল, ভাইস-প্রিন্সিপালসহ সকল শিক্ষককে সাত বছর ইফেকটিভ সার্ভিস পূর্তিতে সহকারী অধ্যাপক ও অবশিষ্ট শিক্ষকগণকে প্রভাষক হিসাবে আত্মীকৃত করা হয়। পরবর্তীকালে প্রণীত আত্মীকরণ বিধিমালা ১৯৮৫ (যাহার এস আর ও নম্বর পড়েনাই গেজেট নোটিফিকেশনও হয় নাই) মোতাবেক জাতীয়করণের পূর্বে কর্মরত প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল ও সহকারী অধ্যাপকগণকে একই বা সমপদে আত্মীকরণের বিধান রাখা হয়। ইহাতে, প্রায় ৮ হাজার সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ও আত্মীকৃত শিক্ষক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় বিষয়টি হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্ট উক্ত বিধিমালা বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করেন। ইতিমধ্যে আরও একটি সংশোধিত আত্মীকরণ বিধিমালা ১৯৯৪ মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক উন্নয়ন কমিটির বিবেচনাধীনে আনা হয়। এই বিধিমতে জাতীয়করণের পূর্বে কর্মরত প্রিন্সিপালগণকে কমপক্ষে পাচ বছরের অধিক চাকুরী পূর্তি সাপেক্ষে মোট চাকুরীকালের ১০০% ইফেকটিভ সার্ভিস হিসাবে গণ্য করা হইবে।

বিবৃতিতে বলা হয়, সুপ্রীম কোর্টের রায় মোতাবেক আত্মীকরণ বিধিমালা ১৯৮৫ বাস্তবায়িত হইলে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক, ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, তিতুমীর কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, সিলেট এম সি কলেজ যশোর এম, এম কলেজসহ বিভিন্ন কলেজের প্রিন্সিপালসহ শিক্ষা প্রশাসনে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন প্রায় ৮ হাজার শিক্ষক কর্মকর্তা, ডিগ্রী কলেজের প্রিন্প্রিপাল হিসাবে আত্মীকৃত অধ্যাপক দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন এবং অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন আত্মীকৃত প্রিন্সিপালগণ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসাবে আত্মীকৃত হইয়া প্রশাসনে উল্লেখিত উচ্চতর পদসমূহে প্রতিস্থাপিত হইলে শিক্ষা প্রশাসনে মারাত্মক জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে।

বিবৃতিতে আদালতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া বলা হয়, প্রশাসনিস ও আইনগত জটিলতা নিয়া এটর্নী জেনারেল, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সহিত উচ্চ পর্যায়ের জরুরী বৈঠকে ক্ষতিকর বিষয়গুলি আলাপ-আলোচনার পর প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে জটিল অবস্থার অবসান করা যাইতে পারে।